প্রান্তরেপ সংবাদ

সাপ্তাহিক পত্রিকা

১ বর্ষ ● ২ সংখ্যা ● ২৩ চৈত্র ১৪৩২, মঙ্গলবার ● 7 April 2026 ● Regd No. - WBBEN/26/A1765 ● মূল্য - ৫ টাকা

৬ এপ্রিল বর্ধমানে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সিপিআইএমের ৯ জন প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ২৯ এপ্রিল যে সমস্ত বিধানসভায় নির্বাচন রয়েছে সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৬ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে ২৯ এপ্রিল। তাই এখানেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। ৬ এপ্রিল বর্ধমানে প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সিপিআইএমের ন'জন প্রার্থী। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী সুদীপ্ত গুপ্ত, জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থীর সমর হাজরা, মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী কৃষাণু ভদ্র, বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম দ্বিতীয়পাতায়

খণ্ডঘোষে সায়নী ঘোষের রোডশো

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগের সমর্থনে একটি রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীর সমর্থনে খণ্ডঘোষের শিপটা থেকে সেহারাবাজার পর্যন্ত রোড শো করেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। রোড শো শেষে সেহারাবাজারে একটি পথসভাও হয়। পথসভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সায়নী ঘোষ জানান, খণ্ডঘোষে তৃণমূল প্রার্থী উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে জয়ী হবেন। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমর্থন রয়েছে, যা দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগ বলেন, এদিনের রোড শোতে বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ও উৎসাহ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে খণ্ডঘোষে তৃণমূলের জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। তিনি দাবি করেন, এলাকার মানুষ এখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে ৬০ হাজার ভোটে জয়ী করবেন।

এবারের নির্বাচনে গান হয়ে উঠেছে প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভোটের প্রচারে এবার বাড়ছে গানের ব্যবহার। প্রচার মিছিল, ফ্লেক্স, ব্যানার ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের পাশাপাশি সুর ও ছন্দ এখন হয়ে উঠছে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। ডান-বাম নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সমর্থনে তৈরি হচ্ছে প্রচার গান, যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ভোটারদের মধ্যে এবং নজর দ্বিতীয়পাতায়

বিশ্বজিৎ গড়াই-এর সফলতার সংক্ষিপ্ত গল্প

পৌলমী মুখার্জী ঃ পুরুলিয়া জেলার হুরা ব্লকের পুঞ্চা গ্রামের এক সাধারণ যুবক বিস্বজিৎ গোরাই। জীবনের শুরুটা ছিল অনেক সংগ্রামের মধ্যে। তিনি আগে একটি ছোট সিম কার্ডের দোকান চালাতেন, যেখানে মাসিক আয় ছিল মাত্র ৫০০০, ৮০০০; যা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন ছিল। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে যখন তিনি State Bank of India-এর CSP (কিওস্ক ব্যাংকিং অপারেটর) হিসেবে Kredit Foundation BC-এর মাধ্যমে কাজের সুযোগ পান। পরিশ্রম, সততা এবং মানুষের সেবা করার মানসিকতা দিয়ে বিস্বজিৎ ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি শুধু নিজের গ্রাম নয়, আশেপাশের গ্রামের মানুষকে ব্যাংকিং পরিষেবা দিতে শুরু করেন এবং একজন বিশ্বস্ত আর্থিক সহায়ক হিসেবে পরিচিত হন। আজ তার মাসিক আয় বেড়ে প্রায় ৬০,০০০ হয়েছে। সমাজে তিনি সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করেছেন এবং গ্রামের মানুষের জন্য এক নির্ভরযোগ্য সহায়ক হয়ে উঠেছেন। বিশ্বজিৎ গড়াই-এর এই যাত্রা প্রমাণ করে; সুযোগ ও নিষ্ঠা থাকলে ছোট গ্রাম থেকেও বড় সাফল্য অর্জন সম্ভব।

ইন্টারনেট পরিষেবা ও সমাজমাধ্যমের খরচ বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার ও সমাজমাধ্যমের খরচ বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটপর্ব মেটার পরে সেই হিসাব মিলিয়ে দেখা হবে। কমিশনের নির্দেশ, মনোনয়নপত্রে প্রার্থীদের সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হবে। হলফনামায় জানাতে হবে, কে কতগুলি সমাজমাধ্যমের কোন কোন প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন। নতুন নিয়মের কথাও বলা হয়েছে। ভোটের আগে সমাজমাধ্যমে ভুয়ো প্রচার রুখতে এই পদক্ষেপ। রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনেও কড়াকড়ি করা হচ্ছে।

কমিশন জানিয়েছে, বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আগে সংশ্লিষ্ট কমিটির কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন ছাড়া 'সমাজমাধ্যম বা ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন দিলে তা নিয়মভঙ্গ বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের জন্য যে কোনও দল বা প্রার্থী বা সংগঠনকে জেলার এমসিএমসির (মিডিয়া সার্টিফিকেশন অ্যান্ড মনিটরিং কমিটি) অনুমোদন নিতে হবে। কারও আপত্তি থাকলে কমিটির দ্বিতীয়পাতায়

প্রান্তরেপ সংবাদ

১ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ৭ এপ্রিল, ২০২৬

সম্পাদকীয়

প্রান্তরেপ সংবাদ ঃ নামের ব্যুৎপত্তি, সাহিত্যিক ব্যবহার ও সামাজিক তাৎপর্য

সংবাদপত্রের নাম কখনোই কেবল একটি পরিচয় নয়; বরং তা একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি আদর্শ এবং সমাজের প্রতি এক গভীর দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। ত্রপান্তরেপ সংবাদদ এমনই এক নাম, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিস্তৃত অর্থবহতা, কাব্যিকতা এবং এক শক্তিশালী সামাজিক বার্তা। এই নামটি আমাদের শুধু একটি পত্রিকার কথা বলে না;এটি আমাদের সামনে তুলে ধরে এক বিকল্প চিন্তা, যেখানে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রান্তিক মানুষের জীবন, তাদের বাস্তবতা এবং তাদের অদেখা গল্প। প্রথমেই আসা যাক নামটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে। ত্রপান্তরেপদ শব্দটি মূলত ত্রপান্তরদ থেকে উদ্ভূত। ত্রপান্তরদ শব্দের শিকড় সংস্কৃত ভাষায়, যার অর্থ বিস্তীর্ণ খোলা ভূমি, দূরবর্তী অঞ্চল কিংবা শহরের কোলাহল থেকে দূরে থাকা প্রকৃতির বিস্তার। এই শব্দের সঙ্গে তএপদ প্রত্যয়ের সংযোজন এটিকে একটি কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাময় রূপ দিয়েছে, যা ত্রপান্তরেদ বা ত্রপান্তরের মধ্যেদ অবস্থানের ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ, ত্রপান্তরেপদ এমন এক অবস্থানকে নির্দেশ করে, যা মূলধারার বাইরে;যেখানে রয়েছে অবহেলিত অঞ্চল, গ্রামীণ জনজীবন এবং সেইসব মানুষের অস্তিত্ব, যাদের কণ্ঠস্বর অনেক সময়ই চাপা পড়ে যায়। অন্যদিকে, তসংবাদদ শব্দটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। এটি খবর, বার্তা বা তথ্যপ্রবাহের প্রতীক, যা সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। সংবাদ কেবল তথ্য পরিবেশন করে না; এটি মানুষের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সচেতনতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এই দুই শব্দ একত্রিত হয়ে ত্রপান্তরেপ সংবাদদ একটি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ তৈরি করে;প্রান্তরের অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা সংবাদ, অথবা সেইসব মানুষের কণ্ঠস্বর, যারা সমাজের মূল আলোচনার বাইরে অবস্থান করে। এই নামটির মধ্যে যে কাব্যিকতা রয়েছে, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রপান্তরেপদ শব্দটি প্রচলিত নয়, ফলে এর মধ্যে একটি অভিনবত্ব এবং ধ্বনিগত সৌন্দর্য রয়েছে। এটি উচ্চারণে যেমন মাধুর্য আনে, তেমনি পাঠকের মনে এক বিস্তৃত প্রাকৃতিক চিত্রকল্প তৈরি করে;একটি খোলা মাঠ, দূরে বিস্তৃত আকাশ, এবং সেই নীরবতার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য অজানা গল্প। বাংলা সাহিত্যেও ত্রপান্তরদ শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে নিঃসঙ্গতা, বিস্তার এবং অন্তর্লীন বাস্তবতার প্রতীক হিসেবে। সেই সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এই নামটি একটি সুস্পষ্ট সংযোগ স্থাপন করে। তবে ত্রপান্তরেপ সংবাদদ কেবল নান্দনিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি শক্তিশালী সামাজিক দর্শনও বহন করে। বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমের একটি বড় অংশ শহরকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে গ্রামীণ সমস্যা, প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম কিংবা স্থানীয় বাস্তবতা অনেক সময়ই আড়ালে থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে ত্রপান্তরেপ সংবাদদ একটি বিকল্প পথের সন্ধান দেয়;যেখানে গুরুত্ব পায় সেইসব বিষয়, যা সাধারণত আলোচনার বাইরে থাকে। এই নামটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমাজের প্রকৃত চিত্র লুকিয়ে আছে প্রান্তরের মধ্যেই। শহরের উন্নয়ন, প্রযুক্তির অগ্রগতি কিংবা আধুনিকতার ঝলক যতই চোখে পড়ুক না কেন, দেশের বৃহৎ অংশ এখনও গ্রামীণ ও প্রান্তিক। সেই মানুষের জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প;এই সবকিছুকেই সামনে আনা একটি দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যমের কাজ। ত্রপান্তরেপ সংবাদদ সেই দায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার বহন করে। এখানে সংবাদ কেবল তথ্য নয়; এটি বাস্তবতার প্রতিফলন। প্রান্তরের জীবন সাধারণত সরল, কিন্তু সেই সরলতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে গভীর সত্য। এই নামটি সেই সত্যকে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেয়;কোনো চটকদার উপস্থাপনা নয়, কোনো অতিরঞ্জন নয়, বরং প্রকৃত ও নির্ভেজাল বাস্তবতা। এটি এমন একটি সংবাদমাধ্যমের ধারণা দেয়, যা মানুষের পাশে দাঁড়ায়, তাদের কথা শোনে এবং তাদের কণ্ঠস্বরকে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছে দেয়। একই সঙ্গে এই নামটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজচেতনার প্রতীক। এটি শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করার ইঙ্গিত দেয়। তথ্যের এই যুগে কোনো মানুষই যেন তথ্য থেকে বঞ্চিত না থাকে;এই লক্ষ্য পূরণে ত্রপান্তরেপ সংবাদদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি শুধু সংবাদ পরিবেশন করবে না; বরং মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করবে, সমাজকে আরও সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তুলবে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে এই নামটির প্রাসঙ্গিকতা আরও বেশি। যখন সংবাদমাধ্যম অনেক সময় ব্যবসায়িক স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন সত্য ও মানবিকতার জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়ে। ত্রপান্তরেপ সংবাদদ সেই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার এক প্রয়াস। এটি দেখাতে চায় যে সংবাদ এখনও মানুষের জন্য, সমাজের জন্য;এবং সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোই তার মূল দায়িত্ব। সবশেষে বলা যায়, ত্রপান্তরেপ সংবাদদ একটি অর্থবহ, কাব্যিক এবং সমাজসচেতন নাম, যা ভাষার সৌন্দর্য ও দায়িত্ববোধকে একসূত্রে গেঁথে দেয়। এটি শুধু একটি পত্রিকার নাম নয়;বরং একটি আন্দোলনের সূচনা, যেখানে প্রান্তিক মানুষের জীবন ও কণ্ঠস্বরকে সম্মান জানানো হয়। প্রান্তরের সেই নীরব স্বরই একদিন সমাজের মূল সুর হয়ে উঠবে;এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে চলুক 'প্রান্তরেপ সংবাদ'।

ইন্টারনেট পরিষেবা ও সমাজমাধ্যমের খরচ বেঁধে

ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ২৮ দিনে সর্বোচ্চ ২৯৯ টাকা খরচ করা যাবে। এর মধ্যে প্রতিদিন ১০০টি মেসেজ ধরা রয়েছে। সেট-টপ বক্সের সংযোগের জন্যে দেড় হাজার টাকা। ফেসবুক, ওয়াটস্যাপ, টুইটার (বর্তমানে এক্স), ইউটিউবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য প্রতিদিন দেড় হাজার টাকা খরচ করা যাবে।

প্রচার-পর্বে একাধিক ব্যক্তি আসেন প্রার্থীর কাছে। আবার প্রার্থীকেও প্রচারে যাওয়া গাড়ির চালক, খালাসি ও অনেককে চা-জলখাবার দিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও কমিশন খরচের উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিয়েছে। যেমন মুড়ির প্যাকেটের দাম ধার্য হয়েছে ৫০ টাকা। চপ-মুড়ির খরচ ১৫ টাকা, লস্যির জন্য ২০ টাকার

প্রথম পাতার পর

কাছেই আবেদন করা যাবে। অনুমোদন ছাড়া সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। কমিশনের জানিয়েছে, প্রতিটি বেশি খরচ করতে পারবেন না প্রার্থীরা। প্রতি কাপ চায়ের জন্য ৫ টাকা, মুড়ি-সিঙাড়ার জন্য ১৫ টাকা ধার্য হয়েছে। নিরামিষ খাবারের জন্য (ভেজ মিল) ৫০ টাকা, ডিম থাকলে ৬০ টাকা, ২০০ গ্রাম মুরগির মাংসের জন্য (চিকেন মিল) ১৫০ টাকা, পাঁঠা বা খাসির মাংস থাকলে ২৫০ টাকা খরচ করা যাবে। বিশেষ খাবারের জন্য ৩০০ টাকা ধার্য করেছে কমিশন। খাওয়া বাবদ খরচ যাতে সেই সীমা টপকে না যায়, সে দিকে নজর রাখতে হবে প্রার্থী বা দলকে। মোটর চালিত ভ্যান, টোটোর প্রতিদিনের ভাড়া ৬০০ টাকা, ভুটভুটির ভাড়া দিনে ৩০০ টাকা ধার্য হয়েছে। ট্রাক্টরের ভাড়া দিনে ৭৭০ টাকা। রাজনৈতিক দলগুলি মনে করছে, এই দামের সঙ্গে বাস্তবের মিল নেই। ছোট রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মূল রাজনৈতিক দলগুলি নানা উপায়ে অনেক বেশি অর্থ খরচ করে। কমিশনের ধার্য করা খরচের বেশি প্রার্থীরা করবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়?

মালদায় বিচারকদের উপর হামলার প্রতিবাদে বর্ধমানে ল'ক্লার্কদের মিছিল।

৬ এপ্রিল বর্ধমানে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন

প্রথম পাতার পর

প্রার্থী মামণি মন্ডল রায়, রায়না বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী সোমনাথ মাজী, গলসী বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী মণিমালা দাস, খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী রামজীবন রায়, আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী চঞ্চল কুমার মাঝি, ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী হাসিনা খাতুন। এদিন সিপিআইএম জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল করে দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন। কার্জেন গেটের কাছে প্রশাসনিক নিয়ম মতো মিছিল আটকে দেওয়া হয়। এরপর প্রার্থী ও তার সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক দায়িত্বপ্রাপ্ত দলীয় নেতৃত্বরা বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে পৌঁছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। বর্ধমান দক্ষিণের প্রার্থী সুদীপ্ত গুপ্ত বলেন, এখানে প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে তারা ৯ জন প্রার্থী এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বাকি সাতজন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দেবেন কাটোয়া ও কালনা মহকুমা শাসক অফিসে। সিপিআইএম জেলা কমিটির সদস্য অপূর্ব চ্যাটার্জী বলেন, আমাদের লড়াই হলো সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে এবং তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করবো।

এবারের নির্বাচনে গান হয়ে উঠেছে প্রচারের

প্রথম পাতার পর

কাড়ছে যুব সমাজেরও। বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী -র সমর্থনে কর্মী-সমর্থকদের তৈরি একটি গানে শোনা যাচ্ছে, তসব হারার, সব পাওয়ার এই ভোটে সুদীপ্ত গুপ্ত জিতছে।দ গানের পরবর্তী অংশে তএসো সময় হয়েছে এক হওয়ায়দ বলে ঐক্যের ডাক দেওয়া হয়েছে। আবার তপিছনে চলতে চলতে মানুষ এবার ক্ষিপ্ত, তাই কান পাতো মাটিতেদ লাইনে মানুষের অসন্তোষের কথা তুলে ধরা হয়েছে। গানে তাঁর শিক্ষক পরিচয় সামনে এনে তাঁকে জেতানোর আহ্বানও জানানো হয়েছে। শেষাংশে পুনরায় তাঁর জয়ের দাবি জোরালো করা হয়েছে, যা প্রচারে ব্যবহার করছেন কর্মী-সমর্থকেরা। গানটি তৈরি করেছেন দলের কর্মী সমর্থকরা।

অন্যদিকে মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী -র সমর্থনেও তৈরি হয়েছে প্রচার গান। সংগীতশিল্পী তকাজের ছেলের কাছের ছেলেদ শীর্ষক গানের মাধ্যমে প্রার্থীর কাজ ও উন্নয়নের দিক তুলে ধরেছেন। ইতিমধ্যেই গানটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। প্রার্থী জানান, ছাত্র রাজনীতির সময় থেকেই সংগীতশিল্পীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে এবং তাঁর কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই এই গান তৈরি হয়েছে। সংগীতশিল্পী বলেন, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সূত্রেই তিনি গানটি গেয়েছেন এবং প্রয়োজনে প্রচারেও অংশ নেবেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এবারের ভোটে পোস্টার-ব্যানার বা মিছিলের পাশাপাশি গান গুরুত্বপূর্ণ প্রচার মাধ্যম হয়ে উঠছে। সহজ ভাষা ও সুরের মাধ্যমে বার্তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবির এই মাধ্যমেই ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছে।

‘আরাধ্যাম-অনুসারনম ২০২৬’ ঃ তিনদিনের এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের ভাষা যেমন আলাদা, তেমনই সংস্কৃতিও তাদের ভিন্ন ভিন্ন। বহুমাত্রিক এই সংস্কৃতির ধারা যুগ যুগ ধরে এদেশের বুকে প্রবহমান। এই ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির স্বাদ যেমন আলাদা, তেমনই এর উপস্থাপনার আঙ্গিকও আলাদা। আর দেশের এই বহুমাত্রিক সংস্কৃতিকে উদযাপন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে ডিয়াক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দু’দিনব্যাপী নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে বেহালার শরৎ সদনে। আশা করা যায়, এই উদ্যোগ আগামী দিনে নবীন ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের জন্য একটি বিস্তৃত মঞ্চ তৈরি করবে, যেখানে সুস্থ-সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হবে এই দেশের নানা প্রান্তে।

আসলে প্রাচীন কাল থেকেই সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও লোকসংস্কৃতির ধারাগুলি আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়। বরং মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাস এবং দর্শনের ধারক ও বাহক হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

আজ এই প্রেক্ষাপটে ‘আরাধ্যাম - অনুসারনম ২০২৬’ বলা যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উদ্যোগ। যার মূল উদ্দেশ্যই হলো ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের বিভিন্ন ধারাকে একত্রিত করে একটি মঞ্চে উপস্থাপনার ব্যবস্থা করা। ডিয়াক ফাউন্ডেশন চেয়েছে, এই উৎসব আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দেশের সমৃদ্ধশালী শিল্প ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে। ডিয়াক ফাউন্ডেশনের প্রত্যাশা, সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও উপস্থিতি এই উদ্যোগকে সফল করে তুলবে, শিল্পচর্চার এই উজ্জ্বল ধারা আরও প্রসারিত হবে।

ডিয়াক-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ৩১ মার্চ সম্মানীয় অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তন্ময় রায় চৌধুরী, বিধায়ক রত্না চ্যাটার্জী, কলকাতা পৌরসভার মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশীষ কুমার, কলকাতা পৌরসভার বরো চেয়ারম্যান সুদীপ পল্লী, গৌড়ীয় নৃত্যের অন্যতম প্রধান শিল্পী ও গবেষক মহুয়া মুখার্জী, বিশিষ্ট তবলা বাদক ও সঙ্গীতজ্ঞ প্রসেনজিৎ পোদ্দার, বিশ্বখ্যাত সন্তুর বাদক পদ্মশ্রী পন্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য, হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সেতার সংগীতের বিশিষ্ট শিল্পী পন্ডিত দীপক সরকার, নৃত্য বিশারদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক পুষ্পিতা মুখার্জী, ওডিশি নৃত্যের বিশ্বখ্যাত শিল্পী, কোরিওগ্রাফার ও শিক্ষক গুরু রতিকান্ত মহাপাত্র, ক্রেডিট ফাউন্ডেশন-এর সিএফও রজত কুমার মিত্র এবং ডিয়াক পারফর্মিং আর্ট এন্ড কালচার ফাউন্ডেশন-এর সিইও সুমন মুখার্জী।

প্রথম দিনের পরিবেশনায় ছিল শাস্ত্রীয় ফিউশন সংগীতের পরিবেশনা। যা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের এক অভিনব রূপ। পন্ডিত প্রসেনজিৎ পোদ্দারের শিল্প নির্দেশনায় এই ফিউশন পরিবেশনায় তবলা, মৃদঙ্গম, শ্রীখোল, সরোদ, ঘাটম, কণ্ঠ সংগীত এবং ড্রামের সুর একইসঙ্গে ধ্বনিত হয়। এই পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে ছিল এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এরপর ছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কত্থক নৃত্যশিল্পী মৌ দত্ত বসুর কত্থক নৃত্য। তার সুক্ষ নৃত্যভঙ্গি, নিখুঁত ও অভিব্যক্তিময় উপস্থাপনা দর্শক মন জয় করে নেয়। রাহুল দেব মন্ডল ও অনসূয়া এস মন্ডলের যৌথ ভরতনাট্যম পরিবেশনা দর্শকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে।

গুরু রতিকান্ত মহাপাত্র ছিলেন এই অনুষ্ঠানের এক অন্যতম আকর্ষণ। এক নামে সারা বিশ্ব যাঁকে চেনে সেই গুরু রতিকান্ত মহাপাত্রর ওডিসি নৃত্যকলা প্রতিটি দর্শক মন ছুঁয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই মহান শিল্পী তাঁর কোরিওগ্রাফি ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে সারা দেশের বুকে বহু শিল্পীকে গড়ে তুলেছেন। তাঁরই অন্যতম শিষ্যা হলেন রাজশ্রী প্রহরাজ। যাঁর নিখুঁত কারিগরি দক্ষতা ও মঞ্চ উপস্থাপনা ইতিমধ্যেই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের কাছে সুপরিচিতি পেয়েছে। এই দুই শিল্পীর যুগল পরিবেশনা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধনকে এই মঞ্চে তুলে ধরে। আবিষ্ট চিত্তে দর্শকরা তাদের নৃত্য পরিবেশন দেখে মুগ্ধ হয়ে যান।

এই মঞ্চে মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন কুহেলিকা বসু ও তার দল। তাদের দলীয় পরিবেশনা ভক্তি ও নান্দনিক সৌন্দর্যে ছিল ভরপুর। যা দর্শকদের মন গভীরভাবে স্পর্শ করে। গ্ধভরতনাট্যম শিল্পী ডঃ অর্কদেব ভট্টাচার্য নৃত্যচর্চায় একজন নিয়োজিত প্রাণ। তার এদিনের পরিবেশনা এক অনন্য দৃষ্টান্ত তৈরি করে। ডঃ অর্পিতা ভেঙ্কটেশ একজন আন্তর্জাতিক মানের ওডিশি নৃত্যশিল্পী। শৈশব থেকেই ওডিশি নৃত্যশিক্ষা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে তিনি দেশ-বিদেশে সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে তার উপস্থাপনা দর্শক মন জয় করে অবশ্যই।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১ এপ্রিল অনুষ্ঠানেব শুরুতে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিয়াক পারফর্মিং আর্ট এন্ড কালচার ফাউন্ডেশনের ডিবেক্টব অভিজিৎ দাস, ক্রেডিট

চতুর্থ পাতায়

‘আরাধ্যাম-অনুসারনম ২০২৬’ ঃ তিনদিনের

তৃতীয় পাতার পর

-এর চিফ ফিনানসিয়াল অফিসার রজত কুমার মিত্র এবং ক্রেডিট ফাউন্ডেশন-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌতম কুমার পাঁজা।

এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে রবীন্দ্র সংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন শান্তনু চক্রবর্তী। রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন মানসী মুখার্জীও। তাদের দুজনের সংগীত পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের আকৃষ্ট করে। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশন করেন গার্গী দত্ত। নজরুল গীতি থেকে গজল বিভিন্ন ধারায় তার পারদর্শিতা দর্শক মন ছুঁয়ে যায়। লোকসংগীত পরিবেশন করেন স্নিগ্ধা মন্ডল। বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি তার যে গভীর অনুরাগ, সংগীত পরিবেশনায় তা ফুটে ওঠে। কথাকলি নৃত্য পরিবেশন করেন হরিকমল মজুমদার। তিনি দেশ-বিদেশের বহু অনুষ্ঠানে ইতিপূর্বেই অংশ নিয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে তার পরিবেশনা প্রশংসিত হয় দর্শকদের কাছে।

এই অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণ ছিল পলাশ দাসের তবলা, অনুপম রায়ের কীবোর্ড, গৌরব দাসের গিটার এবং সুমিত দেবের অক্টোপ্যাড - এর সম্মিলিত প্রয়াস। এই প্রতিভাবান শিল্পীদের পরিবেশনা তাল, লয় ও সুরের নিখুঁত সমন্বয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এক প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঘরে ফিরে যান দর্শকরা। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নাটক -- সুনরে মানুষ ভাই। নাটকটির রচয়িতা রুনু মুখার্জী, পরিচালনা ডঃ দিলীপ বিশ্বাস, প্রযোজনায় অনীক নাট্য সংস্থা। মধ্যযুগের কবি চন্ডীদাসের অমর বাণী -- সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই। এটাই এই নাটকের মূল প্রেরণা যা উপস্থিত দর্শকদের মনে এক নতুন দিক সূচিত করে।

এদিনের অনুষ্ঠানে আরেক অন্যতম আকর্ষণ ছিল পৌলমী মুখার্জী ও এথেনা মুখার্জীর ওডিশা নৃত্য পরিবেশন। তাদের দুজনের এই নৃত্য পরিবেশনা ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য ধারাকে এক অন্য মাত্রা দেয়। অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

আয়োজক সংস্থার পক্ষে সুমন মুখার্জী বলেন, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের ধারাকে এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াটা আমাদের যেমন লক্ষ্য, তেমনই এই সাংস্কৃতিক ধারাকে বাঁচিয়ে রাখাটাও আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের এই পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে সঙ্গী করেই আমরা আগামী দিনে আরও অনেক অনেক শিল্পীকে আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত করতে চাই। যাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের মঞ্চের পরিসরকে আরও বৃহত্তর করে তুলবে। বৈচিত্র্যময় শিল্প ধারায় সমৃদ্ধ ভারত উঠে আসবে সেই বৃহত্তর মঞ্চের পরিসরে।

এদিকে ২ এপ্রিল আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন রাখি আরং অঙ্কন নৃত্যালয় অ্যাকাডমি, পরম্পরা ডান্স অ্যাকাডেমি, ঋতুজা মারান্ডি (ধ্রুব), পরম্পরা ডান্স অ্যাকাডেমি - বকুলতলা, পরম্পরা ডান্স অ্যাকাডেমি বাটামোর শিল্পীরা। অন্যদিকে ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেন হিয়া সরকার। এই অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন তাপস চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ওডিশি মঙ্গলাচরণে অংশ নেন তৃষা দাস মন্ডল, এসরাজ ও পাখাওয়াজ পরিবেশন করেন সন্দীপ সেনগুপ্ত ও বিপ্লব। ওডিশি নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন সুজাতা নায়েক ও এথেনা মুখার্জী। সত্রীয়া পরিবেশন করেন ফারজানা ইয়াসমিন। মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করেন রাত্রি মানিক, ওডিশি নৃত্য পরিবেশন করেন গুরু গজেন্দ্র পান্ডা। দলীয় নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। লোকনৃত্য পরিবেশন করেন সারাভুজ ডান্স থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দ। পরিচালক ছিলেন ডক্টর তরুণ প্রধান। এরপর কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন সৌভিক চক্রবর্তী ও তার দল। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যতম আকর্ষণ ছিল ষড়ভুজ -এর শিল্পীবৃন্দ নিবেদিত রায়বেশে নৃত্য। সকলের উজ্জ্বল উপস্থাপনা এদিনের এই অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

এদিন উপস্থিত শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। ওডিশি নৃত্যশিল্পী তৃষা দাস মন্ডলকে ও এসরাজ শিল্পী সন্দীপ সেনগুপ্তকে তবলা শিল্পী বিপ্লব মন্ডলকে। প্রখ্যাত ওডিশি নৃত্যশিল্পী সুজাতা নায়েককেও এদিন সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সত্রীয়া নৃত্যশিল্পী ফারজানা ইয়াসমিনকে। যুব ওডিসি নৃত্যশিল্পী হিসেবে সম্মান জানানো হয় এথেনা মুখার্জীকে। মণিপুরী শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী রাত্রি মানিক এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্মানিত হন। সম্মান জানানো হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও। সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী গুরু গজেন্দ্র পান্ডাকে। সম্মান জানানো হয় খ্যাতনামা নৃত্য ও নাট্য শিল্পী ডঃ তরুণ প্রধানকে। কত্থক শিল্পী সৌভিক চক্রবর্তীকেও এদিন এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় আমরা এই গুণী শিল্পীদের সম্মান জানাতে পেরে নিজেরা ধন্য হয়েছি। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আজকের মেনু

আম পোড়া শরবত

উপকরণ ঃ কাঁচা আম ২টি, কাঁচালঙ্কা ২টি, চিনি ৪ টেবিল চামচ, বিটনুন ১ চামচ, ধনেপাতা ২ টেবিল চামচ, পরিমাণ মতো জল, পুদিনা পাতা ১ চামচ, ভাজা জিরে ১ চা চামচ, পরিবেশন করার জন্য আইসকিউব ও ঠান্ডা জল।

প্রণালী ঃ প্রথমে কাঁচা আম ভালো করে গ্যাসে পুড়িয়ে নিতে হবে। তারপর তা একটু ঠান্ডা করে খোসা ছাড়িয়ে কাঁচা আমের পাল্প বার করে নিতে হবে। এরপর কাঁচালঙ্কা, চিনি, ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা অল্প জল দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর একটি বড় পাত্রে আমের পাল্প, কাঁচালঙ্কা, চিনি, ধনেপাতা, পুদিনা পাতার পেস্ট, বিটনুন, ভাজা জিরে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। এরপর একটি গ্লাসে আইসকিউব দিয়ে এই মিশ্রণটি ঢেলে ঠান্ডা জলে গুলে পরিবেশন করতে হবে।

জাফরানি ঠান্ডাই

উপকরণ ঃ দুধ ৫০০ মিলি, চিনি ৪ চা চামচ, আমন্ড বাদাম ১০০ গ্রাম, কাজুবাদাম ৫০ গ্রাম, পেস্তাবাদাম ৫০ গ্রাম, জাফরান ১ চা চামচ, চারমগজ ২ চা চামচ, পোস্ত ২ চা চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি ২ চা চামচ, মৌরি গুঁড়ো ১১২ চা চামচ, ছোট এলাচ গুঁড়ো ১ চা চামচ, গোটা গোলমরিচ ১০টা।

প্রণালী ঃ একটা ননস্টিক প্যানে দুধ ও চিনি ছাড়া সব উপকরণ হালকা রোস্ট করে নিন। ঠান্ডা হলে নামিয়ে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়িয়ে নিন। এবার দুধ ফুটিয়ে একটু ঘন করুন। একটা সার্ভিং গ্লাসে ১৪ কাপ দুধ দিয়ে চার চামচ ঠান্ডাই পাউডার ও স্বাদ মতো চিনি দিন। বরফের টুকরো দিয়ে আরও দুধ গ্লাসে ঢেলে পেস্তা বাদাম কুচি ও জাফরান ছড়িয়ে দিন।

This News Paper / Periodical is Published by Suman Mukherjee from Plot No.: 1627/1628, Naran Dighi, Nari Bardhaman, Purba Bardhaman, West Bengal - 713101 on behalf of owner Suman Mukherjee and Abhijit Das, Edited by Suman Mukherjee and Printed by Sadhana Press, 11, J. B. Mitra Lane, Purba Bardhaman, West Bengal -713104.
Editor - Suman Mukherjee, Mobile : 9800218826 ▸ E-mail : prantarepsamvad@gmail.com